ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ ২০১৪ প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. পার্লামেন্টওয়াচ কী?

পার্লামেন্টওয়াচ হচ্ছে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবি'র নিয়মিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন। সরকার কিভাবে সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে এবং সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছেন, তা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সংসদকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন কওে থাকে। সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি (আগস্ট ২০০২, মে ২০০৩, ডিসেম্বর ২০০৩, মার্চ ২০০৫, জুন ২০০৬) এবং পরবর্তীতে সবগুলো অধিবেশনের ওপর ১টি সংকলিত প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৩টি প্রতিবেদন(জুলাই ২০০৯, ২৮ জুন ২০১১, ২ জুন ২০১৩) প্রকাশ করে। বর্তমান প্রতিবেদনটি নবম সংসদের মোট ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

পার্লামেন্টওয়াচ প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম থেকে সংগৃহীত হয়। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস সংক্রান্ত তথ্য, কোরাম সংকট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং এর ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, সাধারণ আলোচনা, অনির্ধারিত বিতর্ক, অসংসদীয় আচরণ, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, সংসদ বর্জন, সদস্যদের উপস্থিতি। এছাড়াও সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, বই ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়।

৩. সংসদ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

এ গবেষণাটি নতুন নয় বরং অষ্টম সংসদের সময়ে পরিচালিত গবেষণার ধারাবাহিক কার্যক্রম। পূর্বের ন্যায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে গবেষণা পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয় থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহীত হয়। উল্লেখ্য, টিআইবি'র পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত।

৪. জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কি সংসদ অবমাননা বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল?

জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কোনভাবেই জাতীয় সংসদ বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল নয়।

৫. কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম রেকর্ড করে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলিত করা হয়। সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম থেকে উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৬. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিনে মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৭. অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও টিআইবি এই প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করছে?

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মহান জাতীয় সংসদকে জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে টিআইবি ২০০১ সাল থেকে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম, সংসদ সদস্যদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রতিবেদন 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রণয়ন করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে সংসদ বিষয়ে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

জাতীয় সংসদ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা এবং এর সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ - সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯ সংসদে পাসের জন্য স্থায়ী কমিটির সুপারিশ; কোরাম সংকট, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা; টিআইবি'র প্রতিবেদনের সমালোচনা সত্ত্বেও এর তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় উত্থাপন।

টিআইবি'র গবেষণার অর্জন এবং এর তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে লবি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় ইতিবাচক ভুমিকা রাখছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনের সমালোচনা থাকলেও এই ধরনের তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. এই প্রতিবেদনটি কোন কোন অধিবেশনের ওপর তৈরি হয়েছে?

এই প্রতিবেদনটি মে ২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (১৯তম) অধিবেশন -এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

৯. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

টিআইবি'র এই প্রতিবেদনে যেসব উল্লেখযোগ্য দিক সন্নিবেশিত হয়েছে:

ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩% হয়েছে।
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন।
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা দেখা যায়, ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকার দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ।
- অধিবেশন কক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া।
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় যেখানে ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়।
- কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন এবং সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয় যা অন্যান্য কমিটিগুলোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে পারবে।

নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন ও এর মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি। ফলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কম সংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ দেখা যায়।
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া।
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট অব্যাহত, কোরামের অভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক ব্যাহত।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক যা নবম সংসদেও অব্যহত।
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮ (২) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি।
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না, কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে - প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি।
- বিরোধীদলীয় নেতার গঠনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে সরকারি দলের জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি ।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের প্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি।